আল-কুরআনের আলোকে
ইসলামী আন্দোলনের সফলতা

মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

আল-কুরআনের আলোকে
ইসলামী আন্দোলনের সফলতা

- মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

সূচীপত্র

- ইসলামের পরিচয় ১২
- মহান আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম ১৩
- ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আদর্শ গ্রহণযোগ্য হবে না ১৫
- ইসলামকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে ১৬
- ইসলামী আন্দোলন ১৮
- দুনিয়ার স্বার্থে আপোষকামীতা নয় ২৩
- ইসলামী আন্দোলন বিজয়ের সঠিক কর্মপন্থা ২৩
  - মজবুত ও খাটি ঈমান
  - ব্যাপক দাওয়াতী কাজ
  - মৌলিক মানবীয় গুণাবলী অর্জন
  - ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া
- ইসলামী আন্দোলনের বিজয় ও দুনিয়াবী বিজয় এক কথা নয় ৩৩
- একাত্তরের ব্যাপারে নানা কথা ৩৪
- ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীরা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ বিরোধী ৩৫
- আল্লাহর সাহায্যের বাস্তব নমুনা ৩৯
- দীনের বিজয় মহান আল্লাহপাকের ইখতিয়ারাধীন ৪১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল-কুরআনের আলোকে ইসলামী আন্দোলনের সফলতা

পবিত্র কুরআন সর্বজয়ী সার্বজনিন সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য "চূড়ান্ত বার্তা"। মানবজাতির, মুক্তি, কল্যাণ, শান্তি ও সু-পথ প্রাপ্তির জন্য সর্বশেষ পথ নির্দেশিত চিরন্তন হেদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ। এর ভাষা ও বক্তব্য শাশ্বত ও চিরঞ্জীব। বিশ্ববাসীর কাছে আল-কুরআন এক জীবন্ত মুজেজা। মানব সমাজের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা শুধুমাত্র আল-কুরআনে উল্লেখিত আদ্বদীন অর্থাৎ ইসলাম অনুসরণ অনুকরণ কিংবা প্রত্যাখানের মধ্যেই নিহিত। মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য পবিত্র আল-কুরআনকে সহজ ভাষায় নাযিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ .

"অর্থাৎ আর আমি নিশ্চয় কুরআন শরীফকে সহজ করেছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?" সূরা আল-ক্বামার-১৭।

পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পর থেকে এই মহাগ্রন্থের একটি হরফও পরিবর্তন কেয়ামত পর্যন্ত হবে না। এর অনুরূপ একটি বাক্য রচনার ক্ষমতা কারো নেই এবং হবে না। নির্ভুল হেদায়াতের এই মহাগ্রন্থ হেফাযতের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। "নিশ্চিতরূপেই আমরা স্মারকটি (কুরআন) প্রকাশ করেছি। আমরা এর অভিভাবক।" (১৫ঃ ৮, ৯)

"নিশ্চিতরূপেই এটি একটি অতি সমৃদ্ধ কুরআন যে বইটি সংরক্ষিত করা হয়েছে।" (আল কুরআন (৫৬ঃ৭৭)

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল কুরাআন (২ঃ২৫৬)

ইসলামের পরিচয়

সিলমুন, সালমুন বা আরবী সলম মূল ধাতু থেকে ইসলাম শব্দের উৎপত্তি। এর শাব্দিক অর্থ শান্ত হওয়া, বিশ্রামে থাকা, কর্তব্য নিস্পন্ন করা, পাওনা বা অধিকার দিয়ে দেয়া, পূর্ণ শান্তিতে থাকা, আনুগত্য করা, 'কোন কিছু মাথা পেতে নেয়া' ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ- একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত জীবন-পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং এর বিপরীত সমস্ত স্বার্থবাদী, অলিক চিন্তা, মত-পথ ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে চলা। আল গাজ্জালী (রহ.) এর অর্থ লিখেছেন, আনুগত্য স্বীকার করা এবং বাধ্যতা, অস্বীকৃতি হঠকারিতা বর্জন করা।

ইসলাম হল পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (Complete code of life) তা হলো সকল দ্বীনের সমন্বিত রূপ এবং সকল দ্বীনের সারাংশ। ইসলাম নিছক ইবাদতের জন্য নয়। ব্যক্তি, পরিবার, রাজনীতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক আইন, বিচারব্যবস্থা, সমাজ জীবন ইত্যাদি সবই ইসলামের অন্তর্ভূক্ত। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য রয়েছে। আদর্শ ও জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তবানুগ ও উন্নত যে দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে অন্য কোন আদর্শের অবস্থান তার ধারে কাছেও নেই। মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয়টিও ইসলামে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে।

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দ্বীন-ধর্ম-জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামই মানবতার মুক্তির একমাত্র চূড়ান্ত সনদ যা হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত ও প্রগতিশীল। পৃথিবীতে অন্য কোন মতবাদ, নির্ভুল আদর্শ এবং আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত বিধান নেই। অতএব, জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামই একমাত্র চূড়ান্ত ব্যবস্থা।

মানুষ নিজেকে বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন জীব বলে দাবী করে থাকে। অথচ সময়ে সময়ে সেই মানুষই এতটা যুক্তিহীন হয়ে পড়ে যে, যা কিছু সম্মানজনক, ন্যায়ানুগ সুন্দর এবং স্বাধীন তা বাদ দিয়ে সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান কুৎসিত, মিথ্যা, অপরাধমুলক এবং শয়তানি কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। এতদুভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। এর কারণ এই নয় যে,

মানুষের মধ্যে ভাল এবং খারাপ, সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ব্যাপারে উপযুক্ত গুণাবলী এবং জ্ঞানের অভাব রয়েছে। বরং এর কারণ এই যে, মানুষ সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সামান্য পরিমাণে শ্রম প্রদানে অনিচ্ছুক। আবার যখন মানুষ সত্যের দর্শন লাভ করে, তখনও সে সেটি রক্ষার উদ্দেশ্যে তার কর্তব্য পালন করে না। বরং মানুষ তার এই আবিষ্কৃত সত্য থেকে পলায়নের চেষ্টা করে। আর সে তখন এই মর্মে অজুহাত প্রদর্শন করতে থাকে যে, আবিষ্কৃত সত্যকে গ্রহণ করলে সে পরিবার, সম্প্রদায় ও দেশবাসীর বিরাগভাজন হয়ে পড়বে।

মহান আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম

পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُوْا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

'আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা এ দ্বীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেগুলো অবলম্বনের এ ছাড়া আর কোন কারণই ছিল না যে, প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি করেছে। আর যে কেউ আল্লাহর হেদায়াতের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তার কাছ থেকে হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরি হয় না।' (আল ইমরান ঃ ১৯)

মানুষের মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র জীবন বিধান আল ইসলামকে মনোনিত করেছেন। সকল নবী ও রাসূল এই একটি মাত্র জীবনবিধানের প্রতি আহবান জানিয়েছেন এবং তা কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছিলেন। (সূরা আশ-শুরা- ১৩ আয়াত দ্রষ্টব্য)

অতএব মানুষের মুক্তির জন্য সিরাতুল মোস্তাকিম অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল সহজ-সরল পথ একটাই যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে বিষয়ের ফায়সালা আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই চূড়ান্ত করেছেন কৌশলের নামে সে বিষয়ের ব্যাপারে অন্যকোন কাঠামো বা পদ্ধতি কিংবা অন্যকোন দেশ বা ব্যক্তির মডেলকে সামনে আনার অপচেষ্টা সুস্পষ্টভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর তা'য়ালার বাণী-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

'তোমাদের মধ্যে রাসুলুল্লাল্লাহর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ'। (সূরা আহযাব: ২১)

অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র আদর্শ নেতা হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর বিকল্প খোঁজার বা আবিস্কারের অপচেষ্টা একটি ব্যর্থ চেষ্টা ও হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কোন দেশ বা জাতির কাঙ্খিত মুক্তির লক্ষ্যে যে বা যারাই যে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করুক না কেন, প্রকৃত ও স্থায়ী সাফল্যের জন্য তাকে আল্লাহর দেয়া সিরাতুল মোস্তাকিমের পথ ও তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আর্দশ নেতা হিসেবে গ্রহণ ও মেনে নিয়েই তা করতে হবে। অন্যথায় দুনিয়ায় তো বটেই আখেরাতেও তাদেরকে হতে হবে ব্যর্থ, আশাহত ও বঞ্চিত।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আদর্শ গ্রহণযোগ্য হবে না

মহান আল্লাহর তা'য়ালার বাণী

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ .

'এ আনুগত্য (ইসলাম) ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ব্যর্থ, আশাহত ও বঞ্চিত।' (সূরা-ইমরান: ৮৫)

সুতরাং নগদ পাওয়ার হাতছানিতে পড়ে কৌশলের নামে আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন চিন্তা-চেতনা পোষণ করা, ইসলামকে বাদ দিয়ে নতুন কোন তথাকথিত কাঠামো, পদ্ধতি বা মডেলের নামে ইসলামের পথ থেকে সরে পড়ার বাহানা এবং প্রকৃত ঈমানদারদের মনে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির যেকোন অপচেষ্টা কোন মুমিনসুলভ কাজ হতে পারে না এবং এ ধরনের অপচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

'না, হে মুহাম্মদ! তোমার রবের কসম, এরা কখনো মুনিন হতে পারে না যতক্ষণ এদের পারস্পারিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্য যে কোন প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।' (সূরা নিসা- ৬৫)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ দ্বীন বা জীবনব্যবস্থাকে একটি পূর্ণাঙ্গদ্বীন বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে আমাদের জন্য মনোনিত করেছেন। অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে কোন সীমাবদ্ধতা বা দেউলিয়াত্ব নেই যে, জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন আদর্শ বা মডেলের কাছে ছুটাছুটি করতে হবে। অন্য আদর্শের দিকে দাওয়াত দিলে সরাসরি জাহান্নামী।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ.

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি। কাজেই তোমাদের ওপর হালাল ও হারামের যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা মেনে চলো।' (সূরা মায়েদা ঃ ৩)

ইসলামকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে

ইসলামের পথ ছাড়া আর যত পথ ও মত আছে সবই শয়তানের আবিষ্কার। শয়তান আমাদের মধ্যে ওয়াসওয়াসা তৈরি করে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিয়ে সত্য পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। কাপুরুষতা, হীনমন্যতা, লোভ-লালসা ও অলীক চিন্তা-চেতনা ঢুকিয়ে দিয়ে চলার পথকে বাধাগ্রস্থ করবে এটাই শয়তানের একমাত্র কাজ। কিন্তু প্রকৃত মুমিনরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে না।

সুতরাং আমাদের প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ তাঁর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।' (সূরা বাকার ঃ ২০৮)

তাছাড়া ইসলামের আংশিক অনুসরণ আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আংশিক ইসলাম পালনের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

'তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশের সাথে কুফরী করছো? তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে? তোমাদের কর্মকান্ড থেকে আল্লাহ তা'য়ালা বেখবর নন। (সূরা বাকারা ঃ ৮৫)

সুতরাং রাষ্ট্রীয় নিপিড়ন, ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা উপেক্ষা করে ও সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাচারীতার নীতি পরিহার করে যারা আল্লাহর পথে দৃঢ়তার

সহিত টিকে থাকবে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর পক্ষথেকে সাহায্যরূপ মহা নেয়ামত এবং কিয়ামতের দিন পুরষ্কার হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ ও মহান আল্লাহর আতিথ্য লাভ করে তারা ধন্য হবে।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হামীম আস সাজদাহ'য় বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

৩০) যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহর আমাদের রব, অতপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশী হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।'

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ.

৩১) আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাবে তাই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাংখা করবে তাই লাভ করবে।

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ.

৩২) এটা সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন যিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

ইসলামী আন্দোলন

মহান আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনের নামই ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলন করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য দাবী। ইসলামী আন্দোলনের কুরআনিক পরিভাষা হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। বর্তমানে সময়ে এ কাজ কেবল ফরজই নয়, ইহা ফরজে আইন। আমৃত্যু এ কাজে সক্রিয় থাকতে হবে। রাসূল (সা.) এর ইসলামী আন্দোলনটিকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১) দাওয়াত ইলালাহ, ২) শাহাদাত আলান্নাস, ৩) কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ, ৪) ইকামাতের দীন ও ৫) আমর বিল মারুফ নেহি আনিল মুনকার। মাক্কী জীবনের তের বছর তিনি

প্রথম দুটি কাজ করেছেন এবং বাকী তিনটি কাজ মাদানী জীবনে সম্পন্ন করেছেন।

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণই এ মহান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দীন কায়েম অনেক নবী-রাসূল করতে না পারলেও দীন কায়েমের প্রচেষ্টায় সকলেই আপোষহীন ছিলেন। সাহাবীগণের মাঝে এমন কোন সাহাবী খুজে পাওয়া যাবে না যিনি দীন কায়েমের কাজ থেকে বিরত ছিলেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণের জন্য জীবন বিধান হিসেবে আল-ইসলামকে মনোনীত করেছেন। এই একটি মাত্র জীবনবিধান যুগে যুগে নবী-রাসূলদের কাছে প্রেরণ করে তা কায়েম করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَىٰ وَعِيْسَىٰ أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيْبُ .

'তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই সব নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং (হে মুহাম্মাদ) যা এখন আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইবরাহীম (আ) মূসা (আ) ও ঈসা (আ) তার সাথে তাগিদ করেছিলাম এই বলে যে, এ দীনকে কায়েম করো এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ভিন্ন হয়ো না। (হে মুহাম্মাদ) এই কথাটিই এসব মুশরিকের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় যার দিকে তুমি তাদের আহবান জানাচ্ছো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন এবং তিনি তাদেরকেই নিজের কাছে আসার পথ দেখান যারা তাঁর প্রতি রুজু করে।' (সূরা আশ-শুরা: ১৩)

সর্বশেষ নবী ও রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হিসেবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ .

'তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত এবং 'দীনে হক' দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ দীনকে অন্য সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, চাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।' (সূরা আস-সফ: ৯)

এছাড়া ফাতাহ:২৮, তাওবা: ৩৩ প্রায় একই রকম বক্তব্য রয়েছে।

মুমিনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

'প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত,ইনজিল ও কুরআনে (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। আর আল্লাহর চাইতে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা-বেচা করছো সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।' (সূরা তাওবা: ১১১)

উপরোক্ত আয়াত ছাড়াও আরো বহু দৃষ্টান্ত পবিত্র আল-কুরআনের পাতায় পাতায় রয়েছে। যা দ্বারা একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে তাঁর বাণীবাহক নবী-রাসূলগণকে মূলত হেদায়াত ও দীনকে কায়েম ও বিজয়ী করার জন্য তাঁর পথে সংগ্রামের জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁরা তাদের দায়িত্ব অত্যন্ত সিনসিয়ার ও সিরিয়াসলি পালন করেছেন।

একইভাবে মুমিনগণের জান ও মাল আল্লাহ তা'য়ালা বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়ে তাদেরকেও দ্বীনকে বিজয়ী করতে আল্লাহর পথে সংগ্রাম

করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মুমিদেরকে তাঁর খলিফা ও আনসারুল্লাহর মর্যাদা প্রদান করেছেন।

ইসলামী আন্দোলন আল্লাহ তা'য়ালার নিজেরই আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল অভিবাবক মহান আল্লাহ তা'য়ালা। আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও কুরআনের আন্দোলন হিসেবে ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এটা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অঙ্গীকারও বটে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

'এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহর ফায়সালা হলো তিনি তার নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।' (সূরা আস-সফ: ৮)

অর্থাৎ বিজয়ের পূর্ব শর্ত হলো, আমাদেরকে প্রকৃত ও খাঁটি মুমিন হতে হবে। আর ঈমান আনার শর্তই হচ্ছে তাগুতকে অস্বীকার করা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে) সবকিছু শোনেন ও জানেন।' (সূরা বাকারা: ২৫৬)

এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিষ্কার করে দিয়েছেন, ঈমানের নেয়ামত কারো গলায় জোর করে পরিয়ে দেয়া হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে স্পষ্টভাবে আলাদা করে দিয়ে সঠিক বা বেঠিক মত গ্রহণের ব্যাপারে

ব্যক্তিকে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। চাইলে সে সত্যকে গ্রহণ করতে পারে আর না করতে চাইলেও এটা তার একান্ত বিষয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ঈমান গ্রহণের দাবি করে তাহলে তাঁকে তাগুতকে অস্বীকার করেই তা করতে হবে। তাগুতকে অস্বীকার না করে ঈমান আনার দাবি অসার ও হাস্যকর।

কেননা তাগুত হচ্ছে কাফিরের চাইতেও ভয়ংকর। ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাগুতের সংজ্ঞায় বলেছেন, তাগুত নিজে তো আল্লাহর পথে চলে না অন্যকেও আল্লাহর পথে চলতে বাঁধা প্রদান করে। উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাগুতকে সরাসরি অস্বীকার বা বর্জন করতে বলেছেন। আর কাফিরকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি নিজের পিতা ও ভাইদেরকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন যদি তারা ঈমানের পথের পরিবর্তে কুফরীকে প্রাধান্য দেয়। মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের বাপ ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের ওপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয় তাহলে তাদেরকেও নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই জালেম।' (সূরা তাওবা: ২৩)

সুতরাং তাগুতী ও কুফুরী শক্তিকে বর্জন ও বন্ধুরূপে গ্রহণ না করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রত্যাদেশ আমাদের কাছে স্পষ্ট। অথচ যে তাগুতি শক্তিটি এদেশের ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী, যাদের ভয়ঙ্কর চরিত্র সম্পর্কে বার বার দেশবাসীকে সজাগ ও সচেতন করেছেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব অসংখ্য তাফসীর মাহফিলে, সেই নাস্তিক্যবাদীদের বুদ্ধি ও পরামর্শে এবং তাদেরকে পাশে বসিয়ে ইসলামী আন্দোলনের বিশাল প্লাটফর্মকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার হীন কাজ থেকে মহান আল্লাহ তায়ালা সকলকে হেফাজত করুন এবং তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে মহান আল্লাহর ভাষায় জালিম হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

দুনিয়ার স্বার্থে আপোষকামীতা নয়

ইসলামের পথই আসল পথ। জান্নাতে যাওয়ার সোজা রাস্তা। এ রাস্তাকে দৃঢ়তার সহিত আঁকড়ে ধরতে হবে। দুনিয়াবী স্বার্থ ও লোভ-লালসায় পড়ে এ রাস্তার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় ও কম্প্রমাইজ করা যাবে না। এ ধরনের আপোষকামীতার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাত দু'জাহানে সফলতা পাওয়ার কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই। সবর-আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সহিত ইসলামের পথে অবিচল থাকলে সফলতা আসবে বলে আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষথেকে প্রকৃত মুমিন হওয়ার যে শর্তদেয়া হয়েছে সেটা পূরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই বিজয় নিশ্চিত ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী আন্দোলন বিজয়ের সঠিক কর্মপন্থা

এ পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের সঠিক কর্মপন্থা নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের জন্য প্রধান গুণ হচ্ছে মজবুত ও খাঁটি ঈমান। বস্তুত আমরা যারা ইসলামী আন্দোলনের সফলতা চাই তাদেরকে খাঁটি মুমিনের যোগ্যতা অর্জনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র আল-কুরআনের সুরা মুমিনুনের প্রথম ১১ আয়াতে এবং সূরা ফোরকানের শেষ রুকুতে যে বৈশিষ্টগুলোর কথা বলেছেন, সেগুলো আত্নস্ত করে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের অন্য ভাই-বোনদেরকে এ ব্যাপারে মোটিভেশন চালাতে হবে।

সূরা আল মুমিনুনে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ .الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُوْنَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِيْنَ

هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِيْنٍ.

'নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা যারা নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত হয়, বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে, যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না, তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী, নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, এবং নিজেদের নামাযগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে। তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস লাভ করবে এবং সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে।'

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আল ফোরকানের ৬৩ থেকে ৭৬ নাম্বার আয়াতে যা বলেন-

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا .

৬৩) রহমানের (আসল) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়,

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا .

৬৪) তোমাদের সালাম। তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا .

৬৫) তারা দোয়া করতে থাকেঃ "হে আমাদের রব ! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও, তার আযাব তো সর্বনাশা।

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا .

৬৬) আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা"।

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا .

৬৭) তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَـهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا .

৬৮) তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহযে প্রাণ হারাম করেছেন কোন সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তিভোগ করবে।

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا .

৬৯) কিয়ামতের দিন তাকে উপর্যুপরি শাস্তি দেয়া হবে এবং সেখানেই সে পড়ে থাকবে চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَـئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا.

৭০) তবে তারা ছাড়া যারা (ঐসব গোনাহের পর) তাওবা করেছে এবং ইমান এনে সৎ কাজ করতে থেকেছে। এ ধরনের লোকদের অসৎ কাজগুলোকে আল্লাহ সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا .

৭১) যে ব্যক্তি তাওবা করে সৎকাজের পথ অবলম্বন করে, সে তো আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মতই ফিরে আসো।

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا .

৭২) (আর রহমানের বান্দা হচ্ছে তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং কোন বাজে জিনিসের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মত অতিক্রম করে যায়।

وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا .

৭৩) তাদের যদি তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয় হয় তাহলে তারা তার প্রতি অন্ধ বধির হয়ে থাকে না।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا .

৭৪) তারা প্রার্থনা করে থাকে, " হে আমাদের রব! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ও নিজেদের সন্তানদেরকে নয়ন শীতলকারী বানাও এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম।"

أُولَـئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.

৭৫) (এরাই নিজেদের সবরের ফল উন্নত মনজিলের আকারে পাবে। অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে।

خَالِدِيْنَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا .

৭৬) তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। কী চমৎকার সেই আশ্রয় এবং সেই আবাস!

এছাড়াও কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় মুমিনের গুণাবলী সংক্রান্ত যেসব আয়াত ও সহীহ হাদীস রয়েছে, সেগুলো আত্মস্ত করে আমাদের জীবনে বাস্তবায়নের পাশাপাশি ইসলামী বিপ্লব বা দীনকে বিজয়ের প্রকৃত পন্থা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে।

ব্যাপক দাওয়াতী কাজ করতে হবে

এছাড়া ইসলামী বিপ্লবের সফলতার জন্যযে বৈশিষ্ট্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে তা হলো- ***ব্যাপক দাওয়াতী কাজ।*** মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে শেষ নবীর প্রধান কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

অর্থ ঃ "হে নবী, তাদের বলোঃ আমি এবং আমার অনুসারীরা মানুষকে সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এটাই আমার পথ। (সূরা ইউসুফ আয়াত ঃ ১০৮)

وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে অবশ্যি এমন একদল লোক থাকতে হবে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ন্যায় কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

অর্থ ঃ "ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় এবং নিজে নেক আমল করে আর বলে, আমি একজন মুসলিম।" (হামীম আস-সাজদা ঃ ৩৩)

বিদায়ে হজ্জের সময় মুহাম্মদ (সা.) তার উম্মতের উপর এই দায়িত্ব অর্পন করে যান। অর্থঃ "তোমরা যারা আমার কাছে উপস্থিত, তারা অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার পক্ষ থেকে এ আহ্বান অবশ্যই পৌঁছে দেবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

দাওয়াতি কাজকে ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সাথে ব্যাপক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এ লক্ষ্যে গণসংযোগ করতে হবে। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করতে হবে। প্রতিবেশী পরিবারগুলোর সাথে দাওয়াত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে সেবামূলক তৎপরতা চালানো দরকার।

মৌখিক দাওয়াতের পাশাপাশি চারিত্রিক মাধুর্যতার মাধ্যমে ইসলামের বাস্তব সাক্ষ্য তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে বানিয়ে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) তাঁর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চরিত্র ও মাধুর্য সম্পর্কে বলেছেন, 'খোদার পথে যারা কাজ

করবেন তাদেরকে উদার হৃদয় ও বিপুল হিম্মতের অধিকারী, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবতার দরদী, ভদ্র ও কোমল স্বভাবসম্পন্ন, আত্মনিভরশীল ও কষ্ট সহিষ্ণু, মিষ্টভাষী ও সদালাপি হতে হবে। তাদের দ্বারা কারো কোন ক্ষতি হবে এমন কোন ধারনাও যেন কেউ পোষণ করতে না পারে। তাদের থেকে কল্যাণ ও উপকার সবাই কামনা করবে। নিজের প্রাপ্যের চাইতে কমের উপর সন্তুষ্ট ও অন্যকে প্রাপ্যের চাইতে বেশী দিতে প্রস্তুত থাকবে। মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিবে। কমপক্ষে মন্দ দিয়ে দিবে না।'

'নিজের দোষত্রুটি স্বীকার ও অন্যের গুণাবলীর কদর করবে। অন্যের দুর্বলতার প্রতি নজর না দেয়ার মতো বিরাট হৃদয়পটের অধিকারী হবে। অন্যের দোষত্রুটি ও বাড়াবাড়ি মাফ করে দেবে। নিজের জন্য কারো উপর প্রতিশোধ নেবে না। অন্যের সেবা গ্রহণ করে নয় অন্যকে সেবা দিয়ে আনন্দিত হবে। নিজের স্বার্থে নয় অন্যের ভালোর জন্য কাজ করবে। কোন প্রকার প্রশংসার অপেক্ষা কিংবা নিন্দাবাদের তোয়াক্কা না করে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবে। খোদা ছাড়া কারো পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি দেবে না।'

'বল প্রয়োগ করে তাদের দমন করা যাবে না, ধন-সম্পদের বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে না। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সামনে নির্দিধায় ঝুঁকে পড়বে। তাদের শত্রুরাও তাদের ওপরে বিশ্বাস রাখবে যে, কোন অবস্থায়ই তারা ভদ্রতা ও ন্যায়নীতি বিরোধী কোন কাজ করবে না। এগুলো তলোয়ারের চাইতেও ধারালো এবং হীরা, মনি-মুক্তার চাইতে মূল্যবান। এ চারিত্রিক গুণাবলী মানুষের মন জয় করে নেয়। এ ধরনের গুণাবলী অর্জনকারীরা চারপাশের জনবসতির উপর বিজয় লাভ করে।"

মৌলিক মানবীয় গুণাবলী অর্জন

এছাড়াও মাওলানা মওদূদীর (রহ.) মতে এ বিজয়ের জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে নিম্নোক্ত মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে-

ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, প্রবল বাসনা, উচ্ছাসা ও নির্ভীক সাহস, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সহনশীলতা ও পরিশ্রমপ্রিয়তা, উদ্দেশ্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং সেজন্য সব কিছুরই উৎসর্গ করার প্রবণতা, সতর্কতা, দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি, বোধশক্তি ও বিচার ক্ষমতা, পরিস্থিতি যাচাই করা ও তদানুযায়ী নিজেকে ঢেলে গঠন করা, অনুকূল কর্মনীতি গ্রহণ করার যোগ্যতা, নিজের হৃদয়াবেগ, ইচ্ছা-বাসনা, স্বপ্নসাধ ও উত্তেজনার সংযমশক্তি, অন্য মানুষকে আকৃষ্ট করা ও তাদেরকে কাজে লাগানোর বিচক্ষণতা কারো মধ্যে পুরোপুরি বর্তমান থাকলে তবে এ দুনিয়ায় তার জয় সুনিশ্চিত।

ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া

ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য আরেকটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে- ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। এটা আল্লাহ তা'য়ালার আরেকটি বড় কৌশল। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সত্য, সঠিক পথ, সবল ও মজবুত ঈমানদারদেরকে মিথ্যা, বাতিল, কৃত্রিম, মেকি, মোনাফিক ও ভেজাল থেকে আলাদা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যা সত্য পথের পথিক ঈমানদার মুজাহিদদের জন্য আল্লাহর পক্ষথেকে এক বিশাল উপহার। এর মাধ্যমে দূর্বলচিত্ত, ভিতু, কাপুরুষ ও কপট ব্যক্তিরা শতই বাঁচাই ও ছাঁটাই হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوْا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ .

'লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, "আমরা ঈমান এনেছি" কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখবেনকে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।' (সূরা আনকাবূত: ২-৩)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّىٰ يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ .

'তোমরা কি মনে করেছো, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুসিবত, তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, অবশ্যিই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।' (সূরা বাকারা: ২১৪)

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ . الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيْبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

'আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা সবর করে এবং যখনই কোন বিপদ আসে বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। তাদেরকে সুসংবাদ দাও। তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, তাঁর রহমত তাদেরকে ছায়াদান করবে এবং এই ধরণের লোকরাই হয় সত্যানুসারী।' (সুরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَا رَسُوْلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

তোমরা কি মনে করছো যে, তোমাদের এতোটুকুতেই ছেড়ে দেয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত বাস্তবে জেনে নেননি তোমাদের রসূল ও মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি? আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন তোমরা যা আমল করো। (আত তাওবা ঃ ১৬)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ .

তোমরা কি মনে করে রেখেছো তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেননইি, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে প্রাণ পণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী। (আলে ইমরান ঃ ১৪২)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ .

আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো যাতে আমি তোমাদের অবস্থা যাচাই করে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল। (মুহাম্মদ ঃ ৩১)

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَـٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ . وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوْا وَأُوْذُوْا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ . وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

৩৩) "হে মুহাম্মাদ ! একথা অবশ্যি জানি, এরা যেসব কথা তৈরী করে, তা তোমাকে কষ্ট দেয় কিন্তু এরা তোমাকে মিথ্যা বলে না বরং এ জালেমরা আসলে আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করছে।"

৩৪) "তোমাদের পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে কিন্তু তাদের ওপর যে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাতে তারা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কথাগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই এবং আগের রসূলদের সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তার খবর তো তোমার কাছে পৌঁছে গেছে।"

৩৫) তবুও যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে তোমার মধ্যে কিছু শক্তি থাকলে তুমি ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ খুঁজে নাও অথবা আকাশে সিড়ি লাগাও এবং তাদের কাছে কোন নিদর্শন আনার চেষ্টা করো। আল্লাহ চাইলে এদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর একত্র করতে পারতেন। কাজেই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা আনআম: ৩৩-৩৫)

৬৩) তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যারা বিরোধিতা করে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। চিরকাল সেখানেই থাকবে তারা। এটা হবে এক মহা লাঞ্ছনা।

৬৪) মুনাফিকরা ভয় পায়, তাদের সম্পর্কে কোনো সূরা নাযিল না হয়, যাতে তাদের মনের খবর প্রকাশ করা হবে। হে নবী! বলো, বিদ্রুপ করতে থাকো। তোমরা যা ভয় পাচ্ছো, আল্লাহ তা প্রকাশ করেই ছাড়বেন।

সুতরাং যেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু বিষয়ে পরীক্ষা করবো।'সেখানে ইসলামী আন্দোলনের এ পথে পরীক্ষা আসাটাই স্বাভাবিক। না আসাটা বরঞ্চ অস্বাভাবিক।

ইসলামী আন্দোলনের বিজয় ও দুনিয়াবী বিজয় এক কথা নয়

বস্তুত ইসলামী আন্দোলন ও অন্য দশটি সাধারণ আন্দোলনের বিজয়ের পথ ও পন্থা এক নয়। সাধারন আন্দোলনের বিজয়ের ক্ষেত্রে নগদ পাওয়ার হাতছানি তাড়িয়ে বেড়ায়। তারা সাময়িক বিজয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। যেন-তেনভাবে ক্ষমতায় যেতে পারলেই খুশি। ভোটের আগের রাতে জনগণের রায় কেড়ে নিয়ে হলেও তাতে কোন অসুবিধা নেই।

সাধারন আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্যই থাকে ক্ষমতায় আরোহণ করা। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ইসলামী আন্দোলন ভোটের আগের রাতে নয় বরঞ্চ ভোটের ১ সপ্তাহ আগেই কিংবা ভোট গ্রহণের সারাদিনই নিজেদের প্রভাবাধীন এলাকায় এক চেটিয়া জালভোট দেয়ার সুযোগ পেলেও জনগণের রায় কেড়ে নিয়ে নোংরা পথে ক্ষমতায় যাওয়াকে কখনই বৈধ মনে করে না। এ ধরনের অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে ক্ষমতায় যাওয়ার কোন চিন্তাই করতে পারে না।

কিন্তু কিছু লোকের হাব-ভাব, কথাবার্তা, আচরণ ও ফেসবুকের স্ট্যাটাসে মনে হয় ইসলামী আন্দোলন নামক এ মহান আন্দোলনও যেন-তেনভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার তথাকথিত কৌশল গ্রহণ করুক। দুনিয়ার কোথাও কেউ কোনভাবে ক্ষমতায় চলে এলে এবং কিছুদিন টিকে গেলে এটাকেই মহাসাফল্য বলে শোরগোল করছে।

অথচ তাড়াতাড়ি ও যেনতেনভাবে ক্ষমতায় যাওয়া ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের মানদন্ড নয়। ইসলামী আন্দোলন এক সর্বব্যাপী সাফল্যের নাম। প্রকৃত অর্থে মহান আল্লাহর মাগফিরাত লাভ করে জান্নাত লাভ করাই হচ্ছে প্রকৃত সফলতা।

একাত্তরের ব্যাপারে নানা কথা

ইসলামী আন্দোলনকে নানা প্রতিবন্দকতা অতিক্রম করেই সামনে এগুতে হয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্ধারিত এ পরীক্ষা পদ্ধতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারার কারণে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কেহ-কেহ বিগত আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। তারা বলে এতগুলো মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি না করে কি পারা যেতো না? কিংবা ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এত কুরবানীর কি দরকার ছিলো? অথবা এগুলো সংগঠিত হতে পেরেছে কোন রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তের কারনে।

এ ধরনের বক্তব্য শুধু তারাই দিতে পারে যাদের কাছে কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার না। কিংবা পরিস্কার থাকলেও সত্য ও ন্যায়ের জন্য সামান্য পরিমাণে শ্রম প্রদানে অনিচ্ছুক। সত্যের যে নেয়ামত লাভে তারা ধন্য হয়েছিল তা রক্ষায় নিজের কর্তব্য পালনে গাফিল। পলায়নপর মানসিকতার কারণে এ পথে সার্বিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে সে বিশেষ সম্প্রদায় ও দেশবাসীর বিরাগভাজন ও জুলুম-নির্যাতনের ষ্টিমরোলারকে ভয় পায়। এই নেয়ামত থেকে অজ্ঞতাবশত দূরে থেকে সমাজে আরো অধিকমাত্রায় গ্রহণীয় জ্ঞান এবং তথাকথিত মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির জগতে অধিক স্বাধীন বলে বিবেচিত হবেন এর মাধ্যমে আসলে তারা সকল জ্ঞান ও কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত ও পৃথক হয়ে যায়।

কোন বিশেষ সালকে সামনে এনে যারা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেন তাদের যদি পাল্টা প্রশ্ন করা হয় ১৯৭০ সালে পল্টনে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় হামলা করে যে ২ জন ভাইকে শহীদ করা হলো, সে ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী? কারণ তখন তো '৭১ সাল ছিল না। তারও আগে জামায়াত ইসলামীর প্রথম দিকে লাহোর সম্মেলনে সরকারী গুন্ডাবাহিনী সশস্ত্র হামলা চালিয়ে একজনকে শহীদ করাসহ আন্দোলনের অসংখ্য কর্মীদেরকে আহত করেছিলো। সে ব্যাপারে কি বক্তব্য? তখনও তো '৭১ আসেনি।

মিশর ও তুরস্কে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীগণ তাদের স্ব-স্ব দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে আমরা জানি। কিন্তু তাদের ওপরে জুলুম-নির্যাতনের কারন কী? এ ধরনের কথাবার্তা বলে মূলত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মাঝে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীরা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ বিরোধী

যারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীতা করে তারা মূলত আল্লাহরই বিরোধীতা করে। তাদের ব্যাপারে ফায়সালার ভার আল্লাহর হাতেই রয়েছে। প্রকৃত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা এসব বিরোধীতা-নির্যাতন দেখে ঘাবড়ে যায় না। এদিক ওদিক ছুটাছুটি এবং পালিয়ে বেড়ায় না। বরং তারা নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে আরো বেশী ভালোবাসতে এমনকি নিজের জীবনের চাইতেও ভালোবাসতে শেখে। সব ধরনের নগদ পাওয়ার হাতছানি ভয়ভীতি ও লোভ-লালসার উর্ধ্বে উঠে দীনকে বিজয়ী করার জন্য তারা আরো দৃঢ়তার সহিত নিরলসভাবে কাজ করে যায়।

আর যারা দূর্বলচেতা ও নেফাক্বের রোগে আক্রান্ত তারা এসব পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাব মনে করে। এর থেকে নিরাপদ দূরে থাকার চেষ্টা করে। ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী নেতৃত্ব এমনকি ইসলামী আন্দোলনের শহীদ নেতৃবৃন্দের ব্যাপারেও কুৎসা রটনা করতে তারা লজ্জাবোধ করে না। তাদের পরিচয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ .

'লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি। কিন্তু যখন সে আল্লাহর ব্যাপারে নিগৃহীত হয়েছে তখন লোকদের চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে নিয়েছে। এখন যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তাহলে এ ব্যক্তিই বলবে, "আমরা তো তোমাদের সাথে ছিলাম"। বিশ্ববাসীদের মনের অবস্থা কি আল্লাহ ভালোভাবে জানেন না? আর আল্লাহ তো অবশ্যই দেখবেন কারা ঈমান এনেছে এবং কারা মুনাফিক। (সূরা আনকাবূত: ১০-১১)

মুনাফিকদের পরিচয় সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনের সূরা বাকারার কয়েকটি আয়াত উল্লেখযোগ্য-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ.

৮) কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর ওপর ও আখেরাতের দিনের ওপর ঈমান এনেছি, অথচ আসলে তারা মু'মিন নয়।

يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ.

৯) তারা আল্লাহর সাথে ও যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে ধোঁকাবাজি করেছে। কিন্তু আসলে তারা নিজেদেরকেই প্রতারণা করছে, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়।

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ .

১০) তাদের হৃদয়ে আছে একটি রোগ, আল্লাহ সে রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর যে মিথ্যা তারা বলে তার বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ .

১১) যখনই তাদের বলা হয়েছে, জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা একথাই বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী।

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُوْنَ .

১২) সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়।

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُوْنَ .

১৩) আর যখন তাদের বলা হয়েছে, অন্য লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো তখন তারা এ জবাবই দিয়েছে- আমরা কি ঈমান আনবো নির্বোধদের মতো? সাবধান! আসলে এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা জানে না।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ .

১৪) যখন এরা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, বলেঃ "আমরা ঈমান এনেছি," আবার যখন নিরিবিলিতে নিজেদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলেঃ "আমরা তো আসলে তোমাদের সাথেই আছি আর ওদের সাথে তো নিছক তামাশা করছি।" (সূরা বাকারা: ৮-১৪)

মুনাফিকের বৈশিষ্ট সম্বলিত উপরের আয়াতগুলো পাঠ করলেই প্রকৃত মুমিনের হৃদয় আঁতকে উঠার কথা। আজকে আমাদের প্রত্যেকের বিবেককে প্রশ্ন করতে হবে। আমরা তো সকলেই নিজেদেরকে মুমিন দাবি করে আসছি। কিন্তু আমরা কি আল্লাহর দেয়া ফরমান অনুযায়ী তাগুতকে বাস্ড়বে অস্বীকার করতে পেরেছি? আমরা কি ঈমানের পরিবর্তে কুফরীর পথকে যারা প্রাধান্য দেয় তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পেরেছি? আমরা কি আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামের পথে জুলুম-নির্যাতনকে সহজভাবে মেনে নিতে পেরেছি? আমরা কি সব ধরনের ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিথেকে বিরত থাকতে পারছি?

যদি পেরে থাকি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা সাচ্চা মুমিন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের ঈমানের শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিন, আমীন। কিন্তু

কারো মাঝে যদি উপরোক্ত মুনাফিকী বৈশিষ্ট্যের বিন্দু বিসর্গথেকে থাকে, আন্তরিকভাবে আত্মপর্যালোচনা করে তা থেকে বেরিয়ে এসে খাঁটি মুমিন হওয়ার প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। কারণ মুনাফিকের শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, মুনাফিকের অবস্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা লেখকসহ সকল মুমিন-মুমিনাকে আদনা নেফাক থেকে হেফাজত করুন এবং আমাদের সকলের জন্য জান্নাতের ফায়সালা করুন, আমীন।

ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য আরো দরকার- আন্তরিকতা, সবর ও ইস্তেকামাত। সবর ও সালাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ .

হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাযের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা: ১৫৩)

মাওলানা মওদূদী সবরের কয়েকটি অর্থ করেছেন। তাড়াহুড়া না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা। যা বর্তমানে কিছু কিছু লোকের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা মোটেই কাম্য নয়। ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি সারাজীবন একটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য অনবরত পরিশ্রম করতে থাকে এবং একের পর এক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েও পরিশ্রম থেকে বিরত হয় না।

সবরের আরেকটি অর্থ হলো- তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ড় না হওয়া। বাঁধা বিপত্তির বিরোচিত মোকাবেলা করা। এছাড়া সকল প্রকার ভয়ভীতি ও লোভ লালসার মোকাবেলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা। দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধারের পথ প্রশস্ত দেখে এবং সাফল্যের সুযোগ সুবিধা নিজের হাতের মধ্যে পেয়েও পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে একমাত্র নিজের লক্ষ্য অর্জনের পথে লব্ধ দানের উপর সন্তুষ্ট থাকার নাম ধৈর্য্য।

আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সহ ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা সকল ভয়ভীতি ও লোভ-লালসার উর্ধ্বে উঠে বাঁধা বিপত্তির বিরচিত মোকাবেলা করে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রাকে অব্যহত রাখতে পেরেছে। জামায়াতে ইসলামী যে একটি সত্য আন্দোলন এটাই হচ্ছে বড় প্রমাণ এবং এটি রীতিমত মিরাকলও বটে।

দুনিয়ার সাধারণ আন্দোলনের রঙ্গিন চশমায় ইসলামী আন্দোলনকে দেখতে যারা অভ্যস্ত তারা ইসলামী আন্দোলনের ১০০টি ত্রুটি বের করতে পারবেন। কারণ তারা ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মানদন্ড থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। সাধারণ আন্দোলনের সফলতার জন্য যা লাগে ইসলামী আন্দোলন বিজয়ের জন্য তার সবকিছুর দরকার হয় না। আর ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের জন্য যা দরকার হয়, সাধারণ আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে তার ছিটেফোটাও সাধারণত থাকে না।

সাধারণ আন্দোলনের বিজয়ের জন্য প্রয়োজন হয় অর্থ, বিত্ত-বৈভব, জনবল, অস্ত্রবল, রণকৌশল ইত্যাদি। ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের জন্য প্রয়োজন ঈমান, চরিত্রবল, সবর, আন্তরিকতা, আদর্শের উপর অটল-অবিচল থাকা ও আদর্শকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহর পথে সবকিছুর উৎসর্গ করার প্রবণতা, প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করে শাহাদাতের অমিয় সূধা পান করা ইত্যাদি। সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় এবং মুমিনদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষথেকে এই সাহায্যের ওয়াদা রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার হক্ব"।

আল্লাহর সাহায্যের বাস্তব নমুনা

বিগত ১০ বছরে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ সাহায্যরূপ অস্ত্রের মহড়া আমাদের পক্ষে প্রদর্শন করেছেন। তা না হলে দেশি-বিদেশি ইসলাম বিরোধী শক্তির যে ভয়াবহ হামলা ইসলামী আন্দোলনের ওপর পরিচালিত হয়েছে তাতে এ আন্দোলন টিকে থাকার কথা না। কিন্তু মহান আল্লাহ

ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের টিকে থাকার শক্তি যুগিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ এই আন্দোলন টিকে থাকবে এবং তার কাঙ্খিত মঞ্জিলে অতি দ্রুততার সহিত এগিয়ে যাবে। তবে সেজন্য প্রয়োজন একটি সর্বব্যাপী নিয়মতান্ত্রিক সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের অধিকারহারা শোষিত বঞ্চিত মানুষের সব ধরনের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এই আন্দোলন নেতৃত্ব দেবে ইনশাআল্লাহ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে। এই আন্দোলন যতটুকু অগ্রগতি লাভ করেছে তা সম্ভব হয়েছে মহান আল্লাহর দেয়া তৌফিক মোতাবেক আন্দোলনের ময়দানে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারা এবং আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ত্যাগ-কুরবানী, সবর ও আন্তরিকতার ফলে। সেজন্য লক্ষ্য পানে সুদৃঢ়ভাবে অটল অবিচল থেকে কাঙ্খিত মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ.

৩০) যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ .

৩১) আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও।সেখানে তোমরা যা চাবে তাই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাঙ্খা করবে তাই লাভ করবে।

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ .

৩২) এটা সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন যিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা হামিম আস-সাজদাহ: ৩০-৩২)

দীনের বিজয় মহান আল্লাহ পাকের ইখতিয়ারাধীন

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ আল্লাহ তা'য়ালার নিজের দায়িত্ব। তিনি মানুষ ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টির জন্য তাঁর বিধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে কায়েম করেছেন। হিউম্যান বডিতেও তাঁর বিধান তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু মানুষের সামাজিক জীবনের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে তাঁর খলিফা ও আনসারুল্লাহর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। মুমিনের দায়িত্ব হলো খলিফা ও আনসারুল্লাহ হিসেবে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَـٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ .

'আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করলে তার হক আদায় হয়। তিনি নিজের কাজের জন্যতোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন "মুসলিম" এবং এর (কুরআন) মধ্যেও (তোমাদের নাম এটিই) যাতে রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ওপর। কাজেই নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও। তিনি তোমাদের অভিভাবক, বড়ই ভালো অভিভাবক তিনি, বড়ই ভালো সাহায্যকারী তিনি।' (সূরা হজ্জ: ৭৮)

এ কাজকে অন্যান্য সকল কাজের উপর অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ .

২৪) হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান ও তোমাদের ভাই তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর-এসব যদি আল্লাহ ও তার রসূল এবং তার পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না। (সূরা তাওবা: ২৪)

আমাদের দায়িত্ব হলো, এ পথে এগিয়ে যাওয়া। যারা এগিয়ে যাবে তারা অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে। আর যারা আল্লাহর সাহায্য পাবে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। তবে সফলতা কখন আসবে তা আল্লাহ তা'য়ালাই নির্ধারন করবেন। আমাদের দায়িত্ব হলো চেষ্টা করে যাওয়া। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "হে নবী! আপনার কাজ হলো পৌছে দেয়া।" অন্যত্র বলেছেন, "আপনাকে দারোগা করে পাঠানো হয়নি।" আরেক জায়গায় বলেছেন, "হে নবী আপনি চাইলেই হবে না, রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা লাগবে।"

দ্বীন কখন কোথায় প্রতিষ্ঠিত বা বিজয়ী হবে এটা একান্তই রাব্বুল আলামীনের বিষয়। বিজয় কিংবা ক্ষমতায় যেতে দেরি হচ্ছে এ জাতীয় কথা বলে হই-চই করা নিতান্তই ইসলামী জ্ঞানের দৈন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে সাফল্যের কথা যত জায়গায় বলেছেন তার সব জায়গায় একই রকম বক্তব্য এসেছে। আর তা হলো- তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার নিচ দিয়ে ঝর্নাধারা প্রবাহিত।

তাই তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে তাঁর মাগফিরাত ও জান্নাত লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করে দৌঁড়াতে বলেছেন। ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত সফলতা হচ্ছে, আল্লাহর মাগফিরাত লাভ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করা। আর দুনিয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী আন্দোলনকে বিজয় দান এটা একান্তভাবে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছাধীন। দুনিয়াতে কোন এলাকায় যদি সেরকম কোন অবস্থা বিরাজ করে যেখানে দীন প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তাহলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অনুমোদন ও সাহায্যের মাধ্যমে কোন দল বা জাতিকে দীন প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিবেন এবং তারা সফলও হবেন ইনশাআল্লাহ।